ভোরের কাগজ

150

তারিখ ... SEP. 1 0 1999 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে

বিগত ২১ আগস্ট ১৯৯৯ দৈনিক ভোরের কাগজ-এ প্রকাশিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে 'কৃষি' কলেজগুলোকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে' চিঠি বিষয়ে সবিনয়ে জানাই, লেখকবৃন্দ যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর অতিশয় প্রশস্তি গেয়ে শেষে তার সিদ্ধান্তকে ভুল প্রতিপন্ন করে তা বাতিলের অনুরোধ করেছেন তাতে সম্মানের চেয়ে উল্টোটাই' মনে হয়েছে বেশি। মূল বক্তব্যে আসা যাক।

শেখ হাসিনার সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই কৃষি ও শিক্ষাখাতের দিকে নজর দিয়েছে। তাই দেশে আরো ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। এই যে দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টির প্রয়াশ এটাই পছন্দ নয় সম্মানিত পত্রলেখকদ্বয়ের। বাংলাদেশের লোক উন্নতি করুক বা তাদের উন্নতির কোনো রকম প্রচেষ্টা কেউ করুক এটা একাত্তরে পরাজিতরা চান না। যারা এই পত্র লিখিয়েছেন তাদের মানসিকতাকে বাঙালিরা চেনে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিনাজপুরের হাজী দীনেশ কৃষি কলেজ ও পটুয়াখালীর কৃষি কলেজকে (কৃষি শাখা অক্ষুণ্ন রেখে) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের। এটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার চেয়ে আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে অনেক বড়ো বিষয়। কৃষির সামগ্রিক শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও অধীত হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। পত্রলেখকদ্বয় আসলে দেশের উন্নয়ন চান না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবের অন্তরালে তারা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিরোধিতা করছেন। দাতা সংস্থা অর্থ জোগান দিচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নয়। লেখকরা আইনগত বৈধতার কথা তুলেছেন এবং এ প্রসঙ্গে ভারতের উদাহরণ দিয়েছেন। মনে রাখা দরকার, ভারতের বাইরেও জগৎ আছে। সরকার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতিনিধির সম্মতি নিয়েই কলেজ দুটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করছে। প্রকল্পটি একনেক সভায় আলোচিত ও অনুমোদিত হয়েছে। অতএব অবৈধতার এ মায়াকান্নার উদ্দেশ্য ভিন্ন।

আইন মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিতব্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হচ্ছে। এতে অবৈধতার কিছু নেই। বিরোধিতার মূল কারণ অন্য জায়গায়। লেখকদের একজন ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটে Old Boy's Association সভায় তরুণ শিক্ষকদের ধাওয়া খেয়েছেন এবং অন্যজন পটুয়াখালী এলাকায়-বিশ্ববিদ্যালয় চান না। তারা বুঝতেও পারছেন না বিশ্ববিদ্যালয় হলে তা এলাকা ও দেশের কি বিশাল উন্নতির সহায়ক হবে।

দিনাজপুর ও পটুয়াখালী অঞ্চলের জনগোষ্ঠী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনের। আশা করছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অচিরেই বাস্তবায়ন করবেন তার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, পূরণ করবেন তার প্রতিশ্রুতি এবং উদ্বোধন করবেন দিনাজপুর এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে একজন বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু বিরোধীর (যিনি নিজেকে বাঙালি ভাবেন না) গাত্রদাহ হলেও উপকৃত হবে কোটি বাঙালি।

পটুয়াখালী জনগণের পক্ষে
মোঃ আলতাফ হোসেন তালুকদার
পটুয়াখালী